ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৩৯
শান্তিরবাজার,২৬ জুন,২০২৪

বিলোনীয়ায় প্রাণী চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন
প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণী পালনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও প্রাণী পালকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলাও সম্ভব। আজ বিলোনীয়া মহকুমায় প্রাণী চিকিৎসালয়ের নব নির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার প্রাণী পালনের উপর নির্ভর পরিবারগুলিকে প্রাণী পালনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এজন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী পালক সম্মাননিধি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের স্বরোজগারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ন্যাশনেল লাইভস্টক মিশনে প্রশিক্ষণ ও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নবনির্মিত প্রাণী চিকিৎসালয়ের পাকা ভবনের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়ণে রাজ্যে প্রাণীসম্পদের সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গড়ে তোলা হচ্ছে উন্নত পরিকাঠামো। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রাণীসম্পদের উন্নত চিকিৎসায় মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও চালু করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ দাস, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. বিমলকৃষ্ণ দাস, সমাজসেবী সুশঙ্কর ভৌমিক, সমাজসেবী গৌতম সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা অশোক মজুমদার। উল্লেখ্য, নবনির্মিত এই প্রাণী চিকিৎসালয়ের পাকা ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

****